দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 5 1999
পৃঃ ১৬ কলাম ৭

183

বাগআঁচড়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগে কাংক্ষিত ব্যক্তি মনোনীত না হওয়ায় সন্ত্রাসীদের হামলা

বেনাপোল অফিস ঃ সীমান্তবর্তী থানা শার্শার বাগআঁচড়া ডাঃ আফিল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। একটি সূত্র জানায়, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের। অধিকাংশ কলেজে রাজনৈতিক প্রভাবে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না ভালো শিক্ষা। নিয়োগপ্রাপ্ত অযোগ্য শিক্ষকরা কলেজে শিক্ষাদানের পরিবর্তে তারা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে ব্যস্ত থাকছে সার্বক্ষণিক। ফলে মফস্বল কলেজগুলোতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো শিক্ষা না পেয়ে পরীক্ষায় ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে। গত ১৮ জুন সরকারী নিয়মানুযায়ী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাগআঁচড়া কলেজে ৬টি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগদানের জন্য পরীক্ষা আহবান করা হয়। যথারীতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও যশোর এমএম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন প্রফেসর ইন্টারভিউ বোর্ডে আসেন। কলেজ ও ইন্টারভিউ বোর্ডের বেশ ক'জন কর্মকর্তা মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন অধ্যাপককে চাপ প্রয়োগ করে। কর্মকর্তাদ্বয় বরাবরই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ছাড়া কোনভাবেই নিয়োগ দেবেন না। ফলে অনেকেই নিরাশ হন। ইসলামী শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, শরীরচর্চা ও কম্পিউটার বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির উপস্থিতিতে প্রশ্ন তৈরী হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অর্থনীতি, ইতিহাস ও ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ে শেষ করে রেজাল্ট শিট চূড়ান্ত করে মেধাভিত্তিক ৩ জনকে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেধা তালিকায় অর্থনীতিতে ফরিদা পারভীন, সাধারণ ইতিহাসে খাদিজা আক্তার ও ইসলাম শিক্ষায় সাইদুর রহমান স্থান পায়। ইতিহাসে অকৃতকার্য একজন প্রার্থীর পক্ষে এলাকার একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাৎক্ষণিক কলেজ ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন প্রফেসরসহ কলেজ অধ্যক্ষ সাজাহান কবীর ও উপাধ্যক্ষ জালাল উদ্দিনকে একটি কক্ষে ২ ঘন্টা আটকে রাখা হয়। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্য তবিবর রহমান সর্দারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকাবাসী বরাবরই দাবী করে আসছে ঐতিহ্যবাহী এ কলেজে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে। একটি চক্র পূর্ব থেকেই মোটা অংকের ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য লোকদের কলেজে নিয়োগদানের পক্ষে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে কলেজের ঐ কুচক্রী মহলটি কৌশলে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় যারা পাস করেছে প্রত্যেকেরই নিয়োগ বাতিল করেছেন সাময়িকভাবে। ফলে পরিস্থিতি রূপ নিয়েছে আরো ভয়াবহ। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কি কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করেছে? নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে। এ প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। এলাকাবাসী অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রকৃত মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের জোর দাবী জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।